দৈনিক জনকণ্ঠ

66

তারিখ ... ২৪/২/২০০০ ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া দু'শ' ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া দুই শ' ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র একজন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়ার সুযোগ পায়। মেধা নয়, স্রেফ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে বাকি ১শ' ৯৯ ছাত্রছাত্রী শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ছিটকে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান এমনকি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র শিক্ষা খাতের দায়দায়িত্ব স্বীকার করলেও বাংলাদেশে এই দায়দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। যে কারণে শিক্ষা খাতে রাষ্ট্রের আনুপাতিক ব্যয় ক্রমশ কমছে। ১৯৭২ সালে শিক্ষা খাতে রাজস্ব ব্যয়ের শতকরা ২১ দশমিক ১৪ ভাগ বরাদ্দ থাকলেও তা হ্রাস পেয়ে ১৮ ভাগের কাছাকাছি নেমেছে।

'বাংলাদেশে শিক্ষার সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতিঃ অন্তর্গত বৈষম্য ও সহিংসতার বিবিধ মাত্রা' শীর্ষক প্রবন্ধে এসব তথ্য দেয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি লিখেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। সম্প্রতি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত সেমিনারে প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়।

গবেষণামূলক এই প্রবন্ধে বলা হয়, দেশে প্রতিবছর বর্তমানে প্রথম শ্রেণীতে ১ কোটি ৭৭ লাখ শিশু ভর্তি হয়। তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়ে এই সংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয় প্রায় ৬৬ লাখ ছাত্রছাত্রী। কলেজে গিয়ে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩ লাখে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় এক লাখের কাছাকাছি। অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হওয়া ১ কোটি ৭৭ লাখ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১ কোটি ৭৬ লাখ শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ঝড়ে পড়ে। এই হিসাবে দুই শ' ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়। এই একজনের শিক্ষার ব্যয়ভার ১শ' ৯৯ জন বহন করে।

গবেষণায় বলায় হয়, শিক্ষার পিছনে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশের জনগোষ্ঠী যে ব্যয় করেন বিভিন্ন দিক থেকে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আনুপাতিক হারে শিক্ষার পিছনে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ অনেক কমেছে। অর্থাৎ জনগণের বিভিন্ন অংশের শিক্ষা গ্রহণে যে ব্যয় তাতে রাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে তার আনুপাতিক অংশগ্রহণ কমিয়ে আনছে। ফলে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যক্তি বা পরিবারের দায়দায়িত্ব বাড়ছে। ব্যক্তির ব্যয় দিয়ে নির্ধারিত হচ্ছে সন্তানের লেখাপড়ার মান বা অর্জন। গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ শিক্ষা ব্যয়ে ব্যক্তির অংশগ্রহণের মোটামুটি অনুপাত দাঁড়াচ্ছে ১ঃ৪০০। অর্থাৎ একটি পরিবার সন্তানের জন্য এক টাকা শিক্ষাব্যয় করলে আরেকটি পরিবার ৪শ' টাকা ব্যয় করছে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয় গ্রামের অনুমোদিত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বছরে একটি সন্তানের পিছনে শিক্ষাব্যয় ১শ' থেকে ৩শ' টাকা। অন্যদিকে ইংলিশ মিডিয়াম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন সন্তানের পিছনে বার্ষিক ব্যয় ৩৯ হাজার ৫শ' ৬০ টাকা। টিউশন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করলে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ শিক্ষাব্যয়ের অনুপাত আরও বেড়ে যাবে বলে প্রবন্ধে অভিমত প্রকাশ করা হয়।